01-04-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - লক্ষ্য-রূপী সাবানের দ্বারা আত্মারূপী বস্ত্রকে পরিষ্কার করো, ভিতরে কোনো ময়লা থাকা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - পুরুষার্থী বাচ্চারা কর্মের কোন গুহ্য গতিকে জেনে পুরুষার্থে সদা তৎপর থাকে ?

*উত্তরঃ - আত্মার উপরে অনেক জন্মের পাপকর্মের বোঝা রয়েছে, অনেক কড়া সংস্কার রয়েছে, সেই সংস্কারগুলিকে যোগ ব্যতীত পরিবর্তন করতে পারা যায় না। আত্মা পাপকর্ম করতে করতে সম্পূর্ণ ময়লা হয়ে গেছে, সেইজন্য একে সাফ করার পরিশ্রম করতে হবে। তা স্মরণ ব্যতীত পরিষ্কার হবে না। স্মরণে ঝড় তুফানও আসবে, যতই ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক সে সর্বদা পুরুষার্থে লেগে থাকবে।

*গীতঃ- আমি একটি ছোট্ট বাচ্চা, তুমি হলে বলবান, প্রভুজী আমার লাজ রাখো....

ওম্ শান্তি । এখন যারা যারা এসে বাবার বাচ্চা হয় তারা নিজেই বলে - হে বাবা, আমি এখন নতুন ছোট্ট বাচ্চা। কেউ এক মাসের, কেউ ৮ দিনের, এখানে তো সকলেই ছোট, তাই না ! নতুন বাচ্চারা বলবে আমরা ছোট। কারোর ২০, কারোর ১৫ বছর হয়েছে। বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলে - বাচ্চা তো হয়েছি কিন্তু ছোট বাচ্চা। আমাদেরকেও নিজের উত্তরাধিকার দিয়ে দাও অথবা আমাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করো। জ্ঞান বর্ষণ তো হয়, তাই না! এঁনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যিনি জ্ঞান-গঙ্গা নিয়ে এসেছেন বা জ্ঞান অমৃত নিয়ে এসেছেন, ওঁনার খুব নাম। তিনি হলেন ভগীরথও, অর্জুনও, তাকে দক্ষ প্রজাপতিও বলা হয়ে থাকে। হলেন তো একজনই প্রজাপিতা, যিনি সকলকে লক্ষ্য দিয়ে থাকেন। অনেক বাচ্চারা আসে যাদের বস্ত্র একদম ময়লা পুরানো হয়ে গেছে। কোনো কাপড় কেমন, তো কোনোটা কিরকম ! কোনোটি তো এমন খারাপ যে ধোওয়ার ফলে একদম ছিঁড়ে যায়। বাবা বলেন - এই ধোপাঘাট কত বছর ধরে চলে আসছে। কাপড় ধোওয়াই হয়ে চলেছে। কেউ তো ভালো হয়ে গেছে। কাউকে তো যতই সাফ করো তারপরেও ময়লা তো ময়লাই রয়ে যায়। জ্ঞানের লাঠি জোরে মারলে তা ছিঁড়ে যায়। পালিয়ে যায়। যে পরিষ্কার হয় না, শুদ্ধ হয়ে অন্যদের শুদ্ধ করে না তখন বোঝা যায় যে এদের ভাগ্যে নেই। যে নিজে ভালো (শুদ্ধ) হয়ে যায় সে অন্যদের কাপড়ও ধুতে থাকে। এ হলো ধোপাঘাট। আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে যায়। এইসময় সকলেই হলো শ্যামবর্ণ। বাবা তো এসেছেনই সম্পূর্ণরূপে রাজার-রাজা বানাতে কারণ সকলেই হলো পাপাত্মা, তাই না ! এই জন্ম তো জানা হয়ে যায়। পরবর্তী জন্ম তো জানা যায় না, বোঝালেও বোঝেনা, শোধরায় না তখন বোঝা যায় যে -- মনে হয় পূর্বে কোনো পতিত আত্মা ছিল যে সংস্কার সংশোধন করে না। যেমন গরম তাওয়ায় জল পড়লেই শুকিয়ে যায়।

বাবা এসে লক্ষ্য সোপ (সাবান) এর দ্বারা সাফ করেন। প্রত্যেকের নাড়ি দেখা হয়। বাবা তো সহজভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হতে থাকবে। নষ্টমোহও হতে হবে। বাবা হলেন মোস্ট বিলভেড (সর্বাপেক্ষা প্রিয়), অর্ধেক-কল্প ভক্তরা ভক্তি করেছে, দ্বাপর থেকে। তারাই পুনরায় দেবী-দেবতা হবে। জানতে পারা যায়। তিনি বলেন উঠতে-বসতে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। যেমন কুমারীদের বাগদান হয়ে যায় তখন একের-অপরের স্মরণ থাকে, তাই না ! এখানে তো প্রিয়তমকে (বাবাকে) আরোই ছেড়ে ভাগন্তি হয়ে যায়। যে প্রিয়তম স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেয় তাঁকে স্মরণই করে না। এ'ভাবে আর কেউ বলতে পারে না। আমি পূর্ব কল্পের মতন অজামিলের মতো পাপী আত্মাদের উদ্ধার করতে এসেছি। কারোর কাপড় ভালো, কারোর কাপড় ময়লা। স্ত্রী বলে -- বাবা আমাদের পবিত্র শুদ্ধ বানাও। পুরুষ আবার বলে আমরা তো বিকার ছাড়া থাকতে পারি না। ঝগড়া হয়ে যায়। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। যে পবিত্র থাকে না সে কত বিঘ্নের সৃষ্টি করে। সন্ন্যাসীদের তো কেউ রুখতে পারে না। গভর্নমেন্টও তো বলতে পারেনা যে তোমাদের সন্তানাদির দেখাশোনা কে করবে ? এখানে এই ব্যাপারে ঝগড়া হয়ে থাকে। একজন পবিত্র হয়, অন্যজন আবার অজামিল পাপী হয়ে রয়ে যায়। যে পাকাপোক্তভাবে নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে যায় সে কারোর পরোয়া করে না। সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়ে যায়। রাজত্ব-কেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত । ভক্তিমার্গে মীরার উদাহরণ রয়েছে। ভক্তিমার্গে এইরকম অনেকেই হয়েছে। এখানে অতি কষ্টে কেউ কেউ বেরোয়। হ্যাঁ, এইরকমও বেরোবে, বলবে আমাদের তো পবিত্র হতে হবে। সাথে সাথে বলবে আমাদের রাজত্বের কোনো পরোয়া নেই। যেমন ওই রাজাদের রানীদের প্রতি কোনো পরোয়া নেই, ত্যাগ করে দেয়, তেমনই এখন রানী হবে যারা রাজাদের পরোয়া করবে না। ব্যস্, আমরা তো স্বর্গে মালিক হবো। ভক্তিমার্গে রাজাদের নাম রয়েছে, যারা সন্ন্যাস নিয়েছে। এখন এ হলো জ্ঞানমার্গ। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা কতখানি ধোপা হতে পেরেছি? কেন ভালো ধোপা হবো না! ধোপাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম হয়, তাই না ! বিদেশে

কাপড় ধোওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তারা ভালো কাপড় পরিস্কার করে নিশ্চয়ই। এখানেও এমনই হয়। কেউ তো তৎক্ষণাৎ সাফ(শুদ্ধ) হয়ে শ্রীমতে চলতে শুরু করে। পবিত্র হয় এবং করে। পুরুষ পবিত্র না হলে তখন স্ত্রীদের কত সহ্য করতে হয়। আজকাল তো অনেক সতর্কতা বজায় রাখতে হয় কারণ প্রত্যেক মানুষ ৫ ভূতের বশে রয়েছে। ক্রোধের বশেও অনেক লোকসান করে ফেলে। বলেও থাকে - বাবা আমরা পরবশ হয়ে গেছি। দেহ-অহংকার এসে যায়। দেহ-অহংকার আসার কারণেই আবার আরও বিকার চলে আসে। নিজেকে দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ না করলে তখন রেজিস্টর খারাপ হয়ে যাবে। মনে তুফান তো আসবেই কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তা করা যাবে না।

বাবা বলেন - বিশ্বের মালিক হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি নাকি! (সহজ নয়)। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক হয়েছেন তাহলে অবশ্যই কিছু তো পুরুষার্থ করেছেন, তাই না! অবশ্যই বাবা বসে স্বর্গের জন্য রাজা রানী তৈরী করেন তাহলে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। এক বাবারই হলো শ্রীমৎ। বাকি সবই হলো ভূতের মত (বিকারী মত)। শ্রীমৎ-কে ভুলেছো আর এই মত এসেছে। তৎক্ষণাৎ মায়া আঘাত করে মাথা নীচু করিয়ে দেয়। নিজেকে দেখা উচিত, আমি কতখানি ময়লা? ভালো ভালো কন্যারা যেমন কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি) ইত্যাদিরা রয়েছে.... সার্ভিস করছে। বাচ্চারা, পুঁতিগন্ধময় কাপড় ধুতে, ৫ বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করাতে যায় । কারোর কাম-বিকারের ভুত চাপলে তখন সুনামের বদলে বদনাম করে দেয়। খারাপ (নোংরা) হয়ে গেলে তাদের বি.কে থোড়াই বলবে ! তখন তাদের রেজিস্টার একদম খারাপ হয়ে যায়। বাবা পরিষ্কার করার জন্য কত জ্ঞান-মুগুর মারেন। বলেন - বাবাকে স্মরণ করো তবেই কাপড় সাফ হবে, নাহলে ভূত আসতে থাকবে। ধারণা না হলে তখন বোঝা উচিত যে আমি কোথাও অনেক ময়লা রয়ে গেছি। পূর্ব জন্মে মনে হয় আমি অত্যন্ত খারাপ ছিলাম। লজ্জা পাওয়া উচিত । পুরুষার্থ না করলে তখন নোংরা নোংরাই রয়ে যায়। সুযোগ্য হয়ে ওঠে না। তোমরা এখানে আসো উপযুক্ত হয়ে উঠতে। ভালো কাপড় হলে তখন সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী হবে। বাবা এখন অসীমের বিশাল বুদ্ধি দিয়েছেন। সমগ্র দুনিয়ার চক্রকে তোমরা জেনে গেছো। মানুষ বলেও থাকে - হে পতিত পাবন! তাহলে অবশ্যই তিনি একজনই হবেন, যাকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন নিরাকার। যখন এই ধোপাঘাট ছিল তখন থেকে ৫ হাজার বছর হয়েছে। বাবা বলেন - ৫-৫ হাজার বছর পরে ভারতেই ধোপীঘাট বানাই। এই যোগের দ্বারা তোমরা চির পবিত্র হয়ে যাবে, তারপর ২১ জন্ম তোমাদের পতিত হতে হবে না। ওখানে মায়া নেই। পবিত্র হয়ে ওঠা ব্যতীত তোমরা বৈকুন্ঠে যেতে পারবে না। প্রজা তো অসংখ্য হয়, কিন্তু এতে রাজী হওয়া উচিত নয়।

গাওয়া হয়ে থাকে - "তুমি মাতা পিতা আমি বালক তোমার, তোমার কৃপায় রাজত্বের সুখ অগাধ আমার, নাকি প্রজার(প্রজা হওয়ার)। এ তো হলোই দুঃখধাম। অবশ্যই ধনবান হয় কারণ ভালো কর্ম করে। এ হলো লৌকিক রাজত্ব, স্বর্গের হলো পারলৌকিক রাজত্ব। দুই-ই কিভাবে পাওয়া যায় - এও তোমরা বাচ্চারা ভালোই জানো। বাবা বলেন - আমার শ্রীমতানুসারে চললে, তারপর ২১ জন্ম তোমরা সাজাভোগ করবে না। এমন নয় যে কাজকর্ম ত্যাগ করে এখানে বসে থাকতে হবে। বাচ্চাদেরকে তোমাদের লালন-পালন করতে হবে। তারা তোমাদের রচনা। কাজকর্মে লোকসান বা লাভ তো হতেই থাকে। সত্যযুগে থাকে প্রালব্ধ(ফলভোগ)। সেখানে লোকসানের কোনো কথা নেই। এখানে তোমরা শ্রীমতানুসারে এত লাভ করো যে ২১ জন্ম লোকসানের কোনো কথাই নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করলে তখন পদ কম প্রাপ্ত হবে। শ্রীমতে চলে নষ্টমোহ হলে তখন ভালো পদই পেয়ে যাও। তারা এখানেই মান পায়। নম্বরের ক্রমানুসারে রাজত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে মাতা- পিতাকে ফলোফাদার করা উচিত। মাদার-ফাদার কর্ম শেখেন এবং শেখান। বলেন - শ্রীমতে চলো, বিকারে যেও না। সংযমে চলো। অনেক যুক্তি বলতে থাকেন। অবিনাশী সার্জেন হলেন বাবা। বাকি সকলেই হলো পেশেন্টস্। তোমরা সহযোগী হও। তোমরা হলে সহকারী সার্জেন, নম্বরের ক্রমানুসারে। সবচেয়ে দক্ষ অবিনাশী সার্জেন শিববাবা হলেন অদ্বিতীয়। সার্জেনদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম হয়, তাই না ! কেউ তো লক্ষও উপার্জন করে, কেউ আবার পুরো পেটও ভরাতে পারে না। কেউ চলতে চলতে বাবার হাত ছেড়ে দিলে তখন তার উদ্দেশ্যে বলা হবে, ছিঃ ছিঃ! এ তো হলো ময়লা কাপড়, তাই না ! অনেক জন্মের সংস্কার আকর্ষণ করে, তাই না ! তখন জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। জ্ঞানের রং চড়ে না। এও হলো ড্রামা। বাবা আসেনই সুখ প্রদান করার জন্য। সাধুদেরকেও নির্বাণধামে নিজেদের সেকশন ক্রমানুসারে পাঠিয়ে দেবেন। ভারতের যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম রয়েছে, তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিজের ধর্ম-কর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবী-দেবতা বলার মত কেউই নেই। না থাকলে তবেই তো আমি এসে স্থাপন করবো। তাহলে অবশ্যই অন্য আরো ধর্মের আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ মুক্তিধামেই যেতে চায়। বাবা বলেন - আমি এরজন্যই এসেছি। সেজন্য বাচ্চাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা কি আগে অনেক অপবিত্র ছিলাম যে ধারণা হয় না? মাম্মা-বাবার পদ প্রাপ্ত করতে না পারলে, তখন গিয়ে দাস-দাসী হবো। বাবা বলেন - আমি পতিতদের পবিত্র বানাতে আসি। এই শরীরের আধার নিয়েছি। না হলে পতিতদের পবিত্র কিভাবে করবো? বাচ্চারা তোমরা বলবে

বাবার দ্বারা আমরাই পবিত্র দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এখনও হইনি, এখন হলাম পুরুষার্থী। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। এই নলেজ বাবা-ই দেন। নলেজফুল একমাত্র গডফাদারকেই বলা হয়ে থাকে। তিনিই সমগ্র ব্রহ্মান্ড, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, স্থূললোক, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শুনিয়ে থাকেন। তোমরাও নলেজফুল হয়ে যাও। কেউ তো নলেজফুল হয়ে যায়, কেউ তো একদমই ধারণ করেনা। মনে করে তাদের ভাগ্যে নেই। ভালো বাচ্চারা অত্যন্ত ভালোভাবে পুরুষার্থ করে। এছাড়া ঘর- পরিবার তো সামলাতেই হবে। শুরুতে এদের ১৪ বছরের ভাট্টি ছিল। কাপড় ধুতে ধুতে কত সুন্দর গৌরবর্ণ হয়ে গেছে। কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ ময়লা তো ময়লাই থেকে যায়। আজকাল তো সাত দিন অতি কষ্টেই স্থিতু হতে পারে। প্রথমে তো সম্পূর্ণই ভাট্টি ছিল। ভাট্টি না থাকলে তোমরা কীভাবে তৈরি হতে? ইট, ভাটিতে পাকে তাইনা ! তারপরেও কিছু কাঁচা থেকে যায়, কিছু ভেঙে যায়। এখানেও এইরকম - অনেক কাপড় ফেটে যায়, শ্রীমতে না চলার কারণে সাফ হয় না। এখন আত্মাদের পরমাত্মার সাথে বাগদান করানো হয়। শিববাবা বলেন - আমি হলাম চির-পবিত্র। আমাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমরা পবিত্র হতে থাকবে। গৃহস্থী জীবনে থেকে এই অভ্যাস করো। যে ভালো বাচ্চা সে তৎক্ষণাৎ অভ্যাস করতে লেগে পড়ে। খুশিতে থাকে। রাতে জেগে থেকে নিজের আত্মাকে ধোয় (সাফ করে)। বোঝে যে পবিত্র হলে তখন কাপড় (শরীর) পবিত্র প্রাপ্ত হবে সেইজন্য বাবা বলেন নিদ্রাজিৎ হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। অমৃতবেলার সময়কাল সঠিক। সেইসময়ে স্মরণ করার পরামর্শ দেন। ঘুম এলে চোখে তেল লাগিয়ে নাও। মানে পুরুষার্থ করো। শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, স্মরণ করো। অবশ্যই মায়া ঝড় ঝঞ্ঝা নিয়ে আসবে তবুও তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমতে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। সংযম এবং যুক্তি অনুসারে চলতে হবে। রেজিস্টার খারাপ হতে দেওয়া চলবে না।

২) নিদ্রা-জীৎ হয়ে বিশেষ করে অমৃতবেলায় আত্মাকে সাফ করার জন্য বাবার স্মরণে থাকতে হবে। জ্ঞান-যোগে আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ- একটি সংকল্পে স্থির থেকে মহাতীর্থকে প্রত্যক্ষতা করা কর্তব্যপরায়ণ (জিম্মেদার) আত্মা ভব

এই আবু হলো বিশ্বের কাছে লাইট হাউস। এই মহা তীর্থের প্রত্যক্ষতার জন্য সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের একটাই সংকল্প হোক যে প্রত্যেক আত্মাই এখান থেকে ঠিকানা পায়। সকলের কল্যাণ হোক। যখন এই শুভ আশার প্রদীপ সকলের ভিতরে জাগরিত হবে, সকলে সহযোগ দেবে তখনই কার্যে সফলতা আসবে। মন থেকে যেন এই আওয়াজ বেরোয় যে এ হলো আমার দায়িত্ব। যখন প্রত্যেকেই নিজেকে এইরকম দায়িত্ববান মনে করবে তখনই প্রত্যক্ষতার কিরণ আব্বার (বাবার) ঘর থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

স্লোগানঃ- অন্তর্মুখতার বিশেষত্বকে ধারণ করে নাও তাহলে সকলের দোয়া (আশীর্বাদ) প্রাপ্ত হতে থাকবে।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদের শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;